যুগান্তর

প্রিন্ট: ২১ এপ্রিল ২০২৬, ০১:৩৪ পিএম

খবর

খুলনার সরকারি মুহসিন স্কুল

শিক্ষক সংকট, নবম শ্রেণিতে গণিতে গণহারে ফেল

এসএসসির ফল নিয়ে শঙ্কা

Advertisement

নূর ইসলাম রকি

প্রকাশ: ২১ এপ্রিল ২০২৬, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ

ফাইল ছবি

খুলনা মহানগরীর দেড়শ বছরের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ সরকারি দৌলতপুর মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় তীব্র শিক্ষক সংকটে ধুঁকছে। শিক্ষকস্বল্পতায় ব্যাহত হচ্ছে পাঠদান। যার চূড়ান্ত প্রভাব পড়ছে ফলাফলে। সম্প্রতি বিদ্যালয়টির নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ‘গণফেল’ সেই করুণ চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছে। তবে এই ফল বিপর্যয় আড়াল করতে কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি করে বিশেষ পরীক্ষা নিয়ে অকৃতকার্যদের পাশ করিয়ে দিয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের মেধার ভিত্তি ও ভবিষ্যতের এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। জানা যায়, গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় ১২০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫১ জনই গণিতে ফেল করে। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের ৮, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ২৭ এবং মানবিক বিভাগের ১৬ শিক্ষার্থী ছিল। একটি সরকারি স্কুলে গণিতে এমন গণহারে অকৃতকার্য হওয়ার ঘটনা খুলনার অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে সচরাচর দেখা যায় না।

অভিযোগ রয়েছে, বিষয়টি জানাজানি হলে স্কুলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ গোপনে তা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালায়। অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের এক মাসের মাথায় ৫০ নম্বরের একটি ‘বিশেষ’ পরীক্ষা নিয়ে সবাইকে পাশ করিয়ে দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা হয়।

বিশেষ ব্যবস্থায় পাশ করিয়ে শিক্ষার্থীদের উপরের ক্লাসে তোলা হলেও তাদের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিভাবকরা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক অভিভাবক বলেন, গণিতের মতো মৌলিক বিষয়ে যাদের ভিত্তি দুর্বল, তাদের কোনোমতে উত্তীর্ণ করে দিলে আগামী বছরের এসএসসি পরীক্ষায় বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। মূল পরীক্ষার আগে এই বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থীর ঘাটতি পূরণ না হলে সরকারি স্কুল হিসাবে প্রতিষ্ঠানের পাশের হার এবং অর্জিত জিপিএ-৫ এর সংখ্যা তলানিতে গিয়ে ঠেকবে।

শিক্ষক সংকট : ১৮৬৭ সালে হাজী মুহাম্মদ মুহসিন ফান্ডের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলটি ২০১৬ সালে সরকারিকরণ করা হয়। ১৭ একর জমির ওপর বিশাল এই বিদ্যাপীঠে প্রায় ৬০০ ছাত্র অধ্যয়নরত থাকলেও বর্তমানে পাঠদানের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। বিদ্যালয়ে ২৫ জন শিক্ষকের পদের বিপরীতে কর্মরত আছেন ১৪ জন। এর মধ্যে বাংলা, ইংরেজি ও গণিত-এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের জন্য রয়েছেন মাত্র ৬ জন শিক্ষক। হিসাববিজ্ঞান, কম্পিউটার, কৃষিশিক্ষা ও ইসলাম শিক্ষা পড়ানোর মতো কোনো নিয়মিত শিক্ষকই এখন বিদ্যালয়ে নেই।
ঐতিহ্য হারাচ্ছে প্রাচীন বিদ্যাপীঠ : ১৮৯৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ী স্বীকৃতি পাওয়া এই স্কুলটি খুলনার অন্যতম প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু কয়েক বছর ধরে এখানে শিক্ষার মান নিম্নমুখী। ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালের ফল আরও খারাপ হয়েছে। পাশের হার মোটামুটি থাকলেও সরকারি স্কুল হিসাবে জিপিএ-৫-এর সংখ্যা নামমাত্র।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য : বিদ্যালয়টির ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শহিদুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষক সংকটের বিষয়টি সঠিক। হিসাববিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিষয়ের শিক্ষক না থাকায় আমাদের অন্যভাবে ম্যানেজ করতে হয়। নবম শ্রেণির ফল বিপর্যয়ের পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। করোনার সময়ে অনেকেই লেখাপড়া থেকে দূরে ছিল। নিয়মিত ক্লাসে না আসা এবং বাড়িতে ভালো করে না পড়া-এসব কারণেই মূলত ফল বিপর্যয় হয়েছে। আমি অকৃতকার্য ছাত্র কাউকেই উত্তীর্ণ করতে চাইনি। তবে অভিভাবকদের চাপে পরবর্তী সময়ে একটি পরীক্ষা নিয়ে সবাইকে উত্তীর্ণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অভিভাবকদের কাছ থেকে লিখিত নেওয়া হয়েছে।